প্রকৃতির রাজ্যে মানুষকে কারোর বশবর্তী হয়ে বাস করতে হত না। যেহেতু প্রকৃতির রাজ্যে কোনো কর্তৃপক্ষের অধীনে মানুষকে থাকতে হত না, সেহেতু সে অবস্থায় মানুষের জীবন অতিবাহিত হত যুদ্ধের পরিস্থিতিতে। এই অবস্থার মধ্যে মানুষের জীবন ছিল সভ্যতার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত ঃ না ছিল শিল্প, না ছিল কলা, না ছিল কল-কারখানা, না ছিল নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা, না ছিল ভূগোল এবং না ছিল সমাজ। এই অবস্থায় মানুষ অনবরত ভয় এবং হিংসা-জনিত মৃত্যুভয়ে জীবন কাটাত। তখন মানুষের জীবন ছিল একাকী, দারিদ্র্যপূর্ণ, কদর্য, পাশবিক এবং স্বল্পায়ু। তবে হবস্ প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য তার পাপকর্ম বা নৈতিক অধঃপতনকে দায়ী করেননি; তিনি তার জন্য দায়ী করেছেন মানব-প্রকৃতি (the human nature)-কে। তাঁর মতে, মানুষ কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত, সর্বদা ইন্দ্রিয় সুখে আকৃষ্ট এবং দুঃখ পরিহার করতে ব্যস্ত। লক-এর মতে, মানুষ সরাসরি সুখ চায় না, বরং যে বস্তু সুখ আনয়নে সক্ষম, সেই বস্তু পেতে সে সদা আগ্রহী। এখানে উপযোগিতাবাদী জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham)-এর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য। কারণ উপযোগিতাবাদীগণ সরাসরি সুখকে কাম্যবস্তু বলে মনে করেন। হবস্ মানুষকে অহংসর্বস্ববাদী এবং আত্মকেন্দ্রিক রূপে চিত্রায়িত করেছেন, যে সদা গতিময় তার সুখ ও ক্ষুধা নিবৃত্তির লক্ষ্যপূরণ করার জন্য। কিন্তু তবু সুখের চাহিদার নিবৃত্তি তো হয়ই না বরং তা তার গতিময় জীবনের সঙ্গে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; একটি সুখের নিবৃত্তি অন্য সুখের চাহিদাকে জাগিয়ে তোলে। তা সত্ত্বেও হবস্ মানুষকে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসেবে চিহ্নিত করতে ভোলেননি। তাঁর মতে, মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও বিচার-বুদ্ধি তার কামনা-বাসনার অধীন। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির উপস্থিতি সত্ত্বেও সে সর্বদা তার ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়।

হবস্-এর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ কেবল অসামাজিকই নয়, সে নীতিবিহীনও বটে। কারণ সে প্রকৃতির রাজ্যে ন্যায়-অন্যায় এবং বিচার-অবিচারের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। এই নীতিজ্ঞানহীনতা এবং তার সঙ্গে ক্ষুণ্নিবৃত্তি ও ভাবাবেগকে প্রকৃতির রাজ্যে বিশৃঙ্খলার কারণ হিসেবে হবস্ চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং ব্যক্তির স্বার্থেই এই সকল প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন দেখা দিল এবং এতদ্বারা প্রকৃতির রাজ্যে অরাজকতা ও অব্যবস্থার পরিবর্তে সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করবার প্রয়োজনবোধ হল।

হবস্-এর মতে প্রকৃতির রাজ্যে একটিমাত্র প্রাকৃতিক অধিকার (the right of nature) রয়েছে এবং সেটি হল আত্মরক্ষার অধিকার (the right of self-

preservation)। এখানে 'আত্মরক্ষা' বলতে হবস্ বুঝিয়েছেন মানসিক ও দৈহিকভাবে একজন ব্যক্তির নিজেকে রক্ষা করে চলা। কারণ, হবস্ ব্যক্তির মানসিক-দৈহিক অস্তিত্বকে একটি মূল্য (value) হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্তির নিজেকে রক্ষা করে চলা প্রকৃতির রাজ্যে একটি মূল্যবান বস্তুকে রক্ষা করবার শামিল। তাঁর মতে, আত্মরক্ষার স্বার্থে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন অর্থাৎ এজন্য সে তার বিচার-বুদ্ধির নির্দেশ অনুসারে যে-কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে। তবে একথা স্পষ্ট যে, হবস্ ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার অধিকার ভোগ করবার জন্য অপরিসীম স্বাধীনতা দিলেও এই অধিকার যে সে রক্ষা করতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই ; এ হল আত্মরক্ষার প্রচেষ্টামাত্র (endeavour)। প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে হবস্-এর ধারণার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা জারি রাখার পাশাপাশি অপরেরও যে অনুরূপ অধিকার থাকতে পারে তা ব্যক্তির স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ তাঁর মতে, আত্মরক্ষার অধিকারের দাবিদার ব্যক্তির প্রতি অপর ব্যক্তির কোনো কর্তব্য নেই; অপর ব্যক্তি যাতে আত্মরক্ষায় বাধা সৃষ্টি না করে এমন দাবি আত্মরক্ষার দাবিদার কোনো ব্যক্তি করতে পারেন না। সুতরাং হবস্ অপর ব্যক্তির প্রতি কর্তব্যহীন জগতে অধিকারের অপরিমিত বিস্তৃতি স্বীকার করেন।

প্রাকৃতিক অধিকারের দুটি দিক আছে ঃ (ক) প্রকৃতির রাজ্যে একজন ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার আছে এবং এমন কি রাষ্ট্রগঠনের পরও সে এই অধিকার ভোগ করতে পারবে, যদিও তখন সেই অধিকারের পরিসর সীমিত হয়ে যাবে।একজন ব্যক্তি যদিও শর্তহীনভাবে সামাজিক চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে মান্যতা দিতে চুক্তিবদ্ধ, তবুও কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রের কাছে অধিকার দাবি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি রাষ্ট্র তাকে খুন করবার আদেশ দান করে, তাহলে সে রাষ্ট্রের কাছে আত্মরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করবার দাবি রাখতে পারে। (খ) প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সমাপ্তি টানার জন্য রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি বস্তুতে অধিকার ত্যাগ করতে হবে এবং এতদ্বারা ব্যক্তি নিজেকে শাসন করবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর তুলে দেবে। রাষ্ট্রের কাছে এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ প্রজার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের একটি নিরপেক্ষ মানদণ্ড রক্ষা সম্ভব করে তুলবে। সুতরাং রাষ্ট্রগঠনের পর প্রাকৃতিক অধিকারের স্বত্ব অনেকটাই রাষ্ট্রের হাতে চলে যায় এবং মূলত সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর নাগরিকগণের অধিকার ভোগ নির্ভর করে।

জন লক ঃ রাজনৈতিক ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিকার

প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে লকের ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক অধিকার পরম্পরার অন্তর্গত অন্যান্য চিন্তাবিদগণের ভাষ্যের তুলনায় অধিকতর প্রভাবশালী। প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে লক ধর্মীয় ঐতিহ্যকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, তাঁর মতে, প্রাকৃতিক বিধি ও প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা মানুষের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। এক্ষেত্রে লকের মতের সঙ্গে মধ্যযুগের স্কলাস্টিক চিন্তাবিদ টমাস একুইনাস (Thomas Aquinas)-এর কথার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তবু তাঁর মত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নবজাগরণ এবং উদারপন্থী ভাবনার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

লকের মতে, মানুষ যখন প্রকৃতির রাজ্যে বাস করত, তখন সেখানে কোনো রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে সে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্য ভোগ করত। তিনি মানুষের চরিত্রের মধ্যে এক সমাজবদ্ধতা (sociability) আবিষ্কার করেন এই অর্থে যে, মানুষ কোনো রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে খুব স্বাভাবিক নিয়মে দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করে ; সে পরিবার ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। এখন প্রশ্ন হল ঃ লক-এর মতে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন কেমন ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে লক-এর বক্তব্য হবস্-এর ভাষ্যের থেকে পৃথক। তাঁর ভাবনায় প্রকৃতির রাজ্য, অস্থায়ী হলেও, কোনো "পাশবিক" (brutish) অবস্থা নয়। প্রকৃতির রাজ্যে সকল ব্যক্তি বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন, সমান স্বাধীনতা ও সুযোগ ভোগ করত। লক-এর মতে, মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। এই বিচার-বুদ্ধি তাকে অন্যান্য জীব প্রজাতি থেকে পৃথক করে এবং এটি ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপায়ণে তাকে অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ করে তোলে। লক মনে করেন যে, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন, যা তাকে কোনো প্রস্তাবের সপক্ষে বা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং সেই সিদ্ধান্তকে কর্মে রূপ দেবার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। তিনি আরও বলেন যে, প্রকৃতির রাজ্য মানুষকে সাম্যের অধিকার দান করে। প্রকৃতির রাজ্যে একজন ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির মতো সমান সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করে। একই প্রজাতিভুক্ত এবং একই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও আবেগের অধিকারী হওয়ার জন্য মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে কারুর বশ্যতা বা দাসত্ব স্বীকার করে না। এসব সত্ত্বেও, লক-এর মতে, মানুষ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছে।

লক-এর মতে, রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনার পূর্বে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল সুবর্ণযুগ (golden age)। তখন মানুষ শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করত এবং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের দ্বারা চালিত হত। কিন্তু প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়ম কেউ

লঙ্ঘন করলে তাকে শাস্তি দেবার কর্তৃত্ব কারুর উপর ন্যস্ত ছিল না। সেকারণে মানুষ পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠন করল এবং দোষীকে শাস্তি দেবার জন্য একজন ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন করল।

আমরা দেখেছি যে, হবস্-এর চিন্তায় রাষ্ট্রগঠনের পূর্বে অধিকারের অস্তিত্ব ছিল না, বরং রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর সেটি মানুষকে অধিকার দান করল। কিন্তু লক-এর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ জন্মগত অধিকার হিসেবে অধিকার ভোগ করছিল এবং রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হল এই সহজাত অধিকারগুলি ভোগ থেকে মানুষ কোনোভাবেই যাতে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা। লক-এর মতে, প্রকৃতির রাজ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির বিধি (the natural law)-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির রাজ্যে ঈশ্বর মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা অবাধ নয়। অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে বহাল স্বাধীনতা যা ইচ্ছে তা করার স্বাধীনতা নয় বরং সে স্বাধীনতা প্রকৃতির বিধির দ্বারা সীমায়িত।

লক-এর মতে, প্রাকৃতিক বিধি সর্বোচ্চ নৈতিক বিধি এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই নীতি অনুসরণ করে চলা উচিত। এই নীতিকে যুক্তিবুদ্ধি (reason)-র দ্বারা জানা যায়। বিচার-বুদ্ধি মানুষকে শুধু পশুদের থেকে পৃথক করে না, এটি প্রাকৃতিক বিধির জ্ঞানলাভে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিচারবুদ্ধির নীতি হিসেবে প্রাকৃতিক বিধি মানুষকে তার মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করে অর্থাৎ তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণের পথে পরিচালিত করে। অন্য কথায়, প্রাকৃতিক বিধির দৌলতে সে তার জীবন, কর্মস্বাধীনতা ও তার সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বত্ববান (entitiled) হয়। তবে একটি শর্তে, এবং সেটি হল সে যেন অন্যের অনুরূপ অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এভাবে লক-এর অধিকার তত্ত্বে প্রাকৃতিক বিধি থেকে প্রাকৃতিক অধিকার ধারণা নিঃসৃত হয়েছে। লক তিনটি অধিকারের কথা বলেছেন এবং সেগুলি আমরা নিম্নে আলোচনা করব।

(ক) জীবনের অধিকার ঃ মানুষের জীবনের অধিকার আছে। সে জীবনের সুরক্ষার জন্য যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে। যদিও মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে কিন্তু তার নিজের জীবন ধ্বংস করার স্বাধীনতা তার নেই। লক মনে করেন যে, ব্যক্তি হিসেবে মানুষ একটি সম্পত্তি যার উপর একমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকার আছে। প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রতি কর্তব্য হিসেবে এটিকে রক্ষার দায়িত্ব তার রয়েছে। তবে তার জীবন রক্ষার দায়িত্ব ব্যক্তির একার নয়, অন্যেরও কর্তব্য রয়েছে ঐ ব্যক্তির

জীবনরক্ষা করা। কারণ, কোনো ব্যক্তির জীবনের অধিকারের কোনো অর্থ থাকবে না, যদি অন্য ব্যক্তিগণ এই অধিকারের বৈধতার স্বীকৃতি না দেয়। লক-এর মতে, প্রাকৃতিক বিধির বৈধতা স্বীকার করে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হল অন্য ব্যক্তির জীবন রক্ষার স্বীকৃতি দান করা এবং জীবন সংকটে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু লক-এর মতে, যদিও জীবনের অধিকার রক্ষায় সমাজের অন্য ব্যক্তির কর্তব্য থাকলেও রাষ্ট্র হচ্ছে এ অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে চরমভাবে দায়িত্বসম্পন্ন।

(খ) সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার ঃ লক-এর মতে, প্রকৃতির রাজ্য সাম্য ও স্বাধীনতার অবস্থা। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ একই প্রজাতির সদস্য হিসেবে সমপদমর্যাদা নিয়ে বাস করে। কোনো ব্যক্তি অন্য কারুর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বা নিকৃষ্টতর নয়। ব্যক্তিবর্গকে শাসন করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষও ছিল না। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃতির সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। প্রত্যেকের সমান আদান-প্রদানের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্র (reciprocal power and jurisdiction) ছিল। তাছাড়া, তারা প্রত্যেকে সমান বিচারবুদ্ধি এবং একই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অধিকারী। এভাবে প্রকৃতির রাজ্য এক পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থা (the perfect state of liberty)।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ব্যক্তির স্বাধীনতা কোনোভাবেই অবাধ স্বাধীনতা নয়; বরং এই স্বাধীনতা প্রাকৃতিক বিধির দ্বারা সীমায়িত। এ কথার অর্থ হল এই যে, একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা অপরের অধিকারের দ্বারা সীমায়িত। এই স্বাধীনতা অন্যের খেয়ালখুশির বা ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। অন্য কথায়, প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজমান স্বাধীনতা প্রাকৃতিক বিধির দ্বারা স্বীকৃত ও অনুমোদনপ্রাপ্ত। এরূপ স্বাধীনতা দৈহিক-মানসিকভাবে বেঁচে থাকা এবং নৈতিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ উভয়ের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

(গ) সম্পত্তির অধিকার ঃ প্রথমেই জানা দরকার, সম্পত্তি বলতে লক কী বোঝেন? লক-এর মতে সম্পত্তি হল যা তার ব্যক্তিত্ব ও তার অধিকারে থাকা বস্তু ("....property which men have in their persons as well as goods")। লক বলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থিত কোনো প্রয়োজনীয় বস্তুর অধিকারী হওয়া ন্যায্য। কারণ, এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুনিচয়ের উপর সকল ব্যক্তির সমানাধিকার রয়েছে। সুশীল সমাজ বা সরকারের উৎপত্তির পূর্বে এ সকল বস্তুর উপর অধিকার কায়েম করা অন্য কারুর অনুমতির উপর নির্ভর করত না। কারণ আত্মরক্ষার খাতিরে প্রাকৃতিক অধিকার হিসেবে সম্পত্তির অধিকার ঈশ্বর-প্রদত্ত। তবে পৃথিবীর যে-কোনো বস্তুকে নিজের সম্পত্তিতে পরিণত

করার ক্ষেত্রে লক একটি শর্ত আরোপ করেছেন। সেটি হল এই যে, কোনো বস্তুকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে পাবার জন্য ব্যক্তিকে তার নিজের "কিছু" সেই বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এবং সেই "কিছু" হল তার শ্রম। অন্য ভাষায়, প্রকৃতি মানুষকে আপনা-আপনি কোনো সম্পত্তি দান করে না, কোনো বস্তুকে নিজের সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য সেটির সঙ্গে তার শ্রম যুক্ত করতে হবে। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তুর পেছনে তার শ্রম দান করবে, তখনই সে সেই বস্তুর অধিকারী হতে পারবে। তার শ্রমই সে বস্তুতে মূল্য (value) যুক্ত করে এবং এভাবে সেটি তার অধিকারে আসে।

উপরিবর্ণিত প্রাকৃতিক অধিকারগুলি একাকী কোনো ব্যক্তির পক্ষে রক্ষা সম্ভব নয়। সেজন্য ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হল যাকে "সামাজিক চুক্তি" ("Social Contract") বলা হয়। এভাবে উদ্ভূত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও বৈধতা নির্ভর করবে তার উপরোক্ত প্রাকৃতিক অধিকারগুলি রক্ষা করার সামর্থ্য ও সদিচ্ছার উপর। হবস্-এর মতো লক রাষ্ট্রের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী নন। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য যা যা করণীয় রাষ্ট্রের কাজ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাছাড়া, হবস্-এর মতো লক প্রাকৃতিক অধিকারগুলির নৈতিক শক্তি সার্বভৌম রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে নারাজ বরং তিনি প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক অধিকারসমূহের নৈতিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন। লকের মতে, রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হল, প্রকৃতির রাজ্যের স্থিতাবস্থা বজায় রাখা যাতে সেখানে মানুষ স্বচ্ছন্দে প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারে।

প্রাকৃতিক অধিকার

আজ আমরা যাকে মানবাধিকার বলি তা ইউরোপীয় আধুনিক যুগে "প্রাকৃতিক অধিকার" হিসেবে পরিচিত ছিল। একটি পরম্পরা হিসেবে প্রাকৃতিক অধিকারের প্রভাব সমসাময়িক মানবাধিকার চিন্তার উপর পড়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রাকৃতিক অধিকার ধারণা সম্বন্ধে আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার বিস্তৃত আলোচনা করব। যদিও প্রাকৃতিক অধিকার ধারণাটি প্রাচীন গ্রিক ও মধ্যযুগীয় ভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এ সম্পর্কে টমাস হবস্-এর ব্যাখ্যা দিয়ে অধিকার ধারণার আলোচনার সূত্রপাত করাই রীতি। কারণ, হবস্ তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের অঙ্গ হিসেবে অধিকার ধারণার যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে এই ধারণার প্রথম আধুনিক বিশ্লেষণ বলে গণ্য করা হয়। তারপর প্রাকৃতিক অধিকার পরম্পরায় যোগ দেন জন লক, যাঁর প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে যুক্তিগুলি এই পরম্পরার অন্যান্য চিন্তাবিদগণের চেয়ে আরও স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। আরও শতবর্ষ পরে টমাস পেইন প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন অনেকটা লককে অনুসরণ করে। প্রসঙ্গটি ছিল এডমুন্ড বার্ক্-এর ফরাসি বিপ্লবের বিরোধিতা করা। মূলত এই তিনজন চিন্তাবিদের অবদান সমসাময়িক কালের অধিকার ভাবনার মূল ভিত্তি।

টমাস হবস্ ঃ অধিকার বিষয়ে আধুনিক বিতর্কের সূচনা

হবস্-এর প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা তাঁর "প্রকৃতির রাজ্য" (the state of nature) সম্পর্কে তাঁর মতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বে যে অবস্থার মধ্যে এই পৃথিবীতে মানুষ বাস করত, সেই অবস্থাকেই হবস্ প্রকৃতির রাজ্য বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রকৃতির রাজ্যে কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না আইন রচনা ও বলবৎ করার মতো। মানুষ খুব স্বাভাবিক অবস্থায় বসবাস করত। এই প্রকৃতির রাজ্যের ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে অনেক চিন্তাবিদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনেকে মনে করেন যে, এটি একটি যৌক্তিক প্রকল্প (a logical hypothesis), এটি কোনো ঐতিহাসিক প্রকল্প (a historical hyphothesis) নয়। হবস্ প্রকৃতির রাজ্যকে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রের পূর্ব-ধারণা (presupposition) হিসেবে গণ্য করেছেন বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।